দৈনিক বাংলা

তারিখ ৭/১২/৮১

পৃষ্ঠা

058

পাঠ্যবই পেতে এবারও দেরি হবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

মিল থেকে কাগজ সরবরাহে বিলম্ব, তহবিলের স্বল্পতা, অষ্টম শ্রেণীর বই প্রকাশকদের মাধ্যমে ছাপা ও বিক্রির ব্যবস্থা এবং নবম শ্রেণীর পাঠ্যবই নিয়ে শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে এ বছর শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছাতে দেরী হতে পারে।

জানা গেছে, টেক্সট বুক বোর্ড বাকী সব শ্রেণীর বই আগামী ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ডাক বিভাগের কাছে সরবরাহ শুরু করবেন। তৃতীয় শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণীর প্রায় সোয়া তিন কোটি বই বর্তমানে বোর্ডের স্টকে

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

রয়েছে।

ইউনিসেফ থেকে কাগজ পেতে দেরী হওয়ায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বই ছাপার কাজে এবছর দেরী হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে কাগজ পাবার সাথে সাথেই ছাপার কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু কাগজের দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনায় খুলনা পেপার মিল কাগজ সরবরাহ না করায় বই বাঁধাইয়ের কাজ শেষ হয়নি। বোর্ড সূত্র থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১৭ই ডিসেম্বর জরুরী ভিত্তিতে ডাক বিভাগের কাছে ৮ লক্ষ সেট বই সরবরাহ করা হবে।

বিশ্ব ব্যাংকের কার্যক্রমের আওতায় এ মাসের মধ্যেই ৩০টি থানায় বিতরণের জন্য তিন লক্ষ ৩২ হাজার সেট বই প্রস্তুত রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারের কাছে সরবরাহের জন্য সাড়ে ১২ লক্ষ সেট বই প্রস্তুত করার জরুরি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। জানুয়ারীর মধ্যে বইয়ের সমস্ত স্টক প্রস্তুত করা হবে।

জানা গেছে, এবছর নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ নিয়ে কিছু বিঘ্ন ঘটেছে। আগামী বছর থেকে নবম শ্রেণীর সমস্ত বিভাগ একত্রিত করে আগের মত একটি সিলেবাস চালু করার জন্য শিক্ষা বোর্ড উদ্যোগ নেয়। কিন্তু সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বই তৈরির কাজ বিলম্বিত হয়। অন্যদিকে ক্লাসে বই সরবরাহের জন্য কোন উদ্যোগ নেয়াও সম্ভব হয়নি। গতবছর নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য ২২ লক্ষ বই ছাপা হয়। এর সবটাই পোস্ট অফিসে সরবরাহ করা হয়।

এ বছর নবম শ্রেণীর জন্য নতুন সিলেবাস চালু হচ্ছে না। ফলে বই সংগ্রহের জন্য জরুরিভাবে বোর্ডকে উদ্যোগ নিতে হয়েছে। বর্তমানে নবম ও দশম শ্রেণীর ৩৩টি বিষয়ের ওপর মোট ১৬ লাখ বই ছাপা হচ্ছে।